সমকাল

তারিখ ..23. NOV. 2016.....
পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম ..... ২ ....

বেসরকারি মেডিকেল কলেজ
মান নিশ্চিত না হলে বিপর্যয়

শিক্ষা বিস্তারে বেসরকারি উদ্যোগকে খাটো করে দেখার কোনো উপায় নেই। আদিতে বিদ্যোৎসাহী ধনী ব্যক্তিদের দ্বারাই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পরে সরকারি বাজেটে। এখন বিশ্ববিদ্যালয় এবং মেডিকেল ও বৃত্তিমূলক সব শিক্ষায় বেসরকারি খাত এগিয়ে এসেছে বিনিয়োগের সক্ষমতা অর্জন করে। তবে বিস্তারের সঙ্গে শিক্ষা মানসম্পন্ন না হলে শিক্ষার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়। দেশে এখন সর্বস্তরের শিক্ষার গুণগত মানের বিষয়টি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হচ্ছে। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজনীতি আর বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিনিয়োগকারীরা বাণিজ্যিক লাভকে অতিরিক্ত গুরুত্ব দেওয়ায় শিক্ষার গুণগত মান নস্যাৎ হচ্ছে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় দেশের উচ্চশিক্ষার চাহিদা মেটাতে বড় ভূমিকা রাখলেও তিন-চারটি ছাড়া বাকি কয়েক ডজন প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির ন্যূনতম কাঠামোগত ও একাডেমিক সম্পদের জোগান নেই। জমি, বাড়ি, লাইব্রেরি, ল্যাবরেটরি, উপযুক্ত শিক্ষক ছাড়াই ছাত্র ভর্তি করে অনেক বিশ্ববিদ্যালয় চলতে চাচ্ছে। এগুলো নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন হিমশিম খাচ্ছে। সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের এসব দুর্বলতা সময় নিয়ে হয়তো পূরণ করতে দেওয়া যায়; কিন্তু মেডিকেল কলেজগুলো মানসম্মত না হলে সেখান থেকে যে ডাক্তাররা বের হবেন, তারা তো চিকিৎসাসেবায় বিপর্যয় ডেকে আনতে পারেন। আমাদের দেশ কিন্তু সরকারি মেডিকেল কলেজগুলো নিয়ে গর্ব করতে পেরেছে। এখানে সার্ক দেশগুলো থেকে তো ছাত্রছাত্রী আসেনই, তাদের আমরা জায়গা দিতে পারি না। এমনকি আমেরিকা, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, জার্মানি প্রভৃতি উন্নত দেশের কিছু শিক্ষার্থীও ডিগ্রি নেন। মালয়েশীয় ছাত্ররা অনেক আসতে চাচ্ছেন। অপরদিকে দেশে এখন ৬৯টি বেসরকারি মেডিকেল কলেজ, যার অধিকাংশের হাসপাতাল নেই। থাকলেও শিক্ষক নেই, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক নেই, তাই রোগীও নেই– এমন করুণ হাল। এর একটি উদ্বেগজনক চিত্র গতকাল ২২ নভেম্বরের সমকালে প্রকাশিত প্রধান শিরোনামের খবরে ফুটে উঠেছে। প্রাইভেট মেডিকেল কলেজে মূলত খণ্ডকালীন শিক্ষকই বেশি। অ্যানাটমি, ফিজিওলজি, ফার্মাকোলজি প্রভৃতি মৌলিক বিষয়ে অ-মেডিকেল ধারার অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক বা কর্মকর্তারা পড়ান। রাজনৈতিক বিবেচনা ও তদবিরে অযোগ্য উদ্যোক্তাদের মেডিকেল কলেজ খুলতে দেওয়া নৈরাজ্যের আরেকটি কারণ। প্রতিশ্রুতিশীল নবীন ডাক্তাররা বিদেশে চলে যেতে মরিয়া। আমরা গণমুখী কমিউনিটি ধারার সেবার জন্য মেডিকেল শিক্ষা পরিচালিত করব, নাকি সরকারি মেডিকেল কলেজে দেশের টাকায় ভালো ডাক্তার বানিয়ে বিদেশে রফতানি করব; আর বেসরকারি মেডিকেল কলেজ থেকে অগা-মগারা বেরিয়ে প্রাইভেট ক্লিনিকে বেশি টাকায় আমাদের নাড়ি টিপবেন– এই সিদ্ধান্তগুলোও আমাদের নিতে হবে। অর্থাৎ সমন্বিত পরিকল্পনা চাই এবং সেটা এখনই; মেডিকেল শিক্ষায় বিপর্যয় ঘটে যাওয়ার আগেই।